লকডাউন পর্বে বিদ্যার্থীদের জন্যে পাঠ-সহায়ক

ড. মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ , আসানসোল গার্লস কলেজ

বিষয়

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯): একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯১৯ এর চুক্তির পরের জার্মানি

ভার্সাই সন্ধির প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে নিয়ন্ত্রণ করা। অনেক গুলি রাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিলেও এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি কে শৃঙ্খলিত করার মূল চাবিকাঠি ছিল আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এর

হাতেই । তারাই এই সন্ধির শর্তগুলি নির্ধারণ করেছিল। ইতালি ও জাপান অবশ্য আলোচনার শুরুর দিকে থাকলেও পরে যখন ৫ টি প্রস্তাবে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি নথি ভুক্ত হয় তখন তারা ছিল না।

ভার্সাই সন্ধির শর্ত মোতাবেক জার্মানির ফ্রান্সকে আলসাস-লরেন ফিরিয়ে দেয, বেলজিয়ামকে প্রাশিয়ার তিনটি অঞ্চল দিয়ে দেয়, লিথুয়ানিয়াকে মেমল শহর এবং পোল্যান্ডের পোসেনের একটা অংশ ছেড়ে দেয়। উপরন্তু তার সব উপনিবেশ ছেড়ে দিতেবাধ্য করা হয় জার্মানিকে। ত্যাগ করতে হয় চীন, শ্যামদেশ, লাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর ও তুরস্কের ওপর সকল অধিকার । ডানজিগ একটি মুক্ত বন্দর বলে ঘোষিত হয়। জার্মানির শিল্প ও খনি সমৃদ্ধ সার এলাকা অর্পিত হয় আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে। এক্ষেত্রে ফ্রান্সকে দেওয়া হয় কয়লাখনির উপস্বত্বটি। ঠিক হয় ১৫ বছর পর গণভোট এর মাধ্যমে সার ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে । নিরস্ত্রীকরণে ও যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ দেওয়ার ব্যাপারে জার্মানিকে পেতে হয়েছিল এই চুক্তি অনুসারে একতরফা ফতোয়া । ঐ দেশের কোন প্রতিনিধিদের বক্তব্যকেই আমল দেওয়া হয়নি ভার্সাই-এর চুক্তির সময়ে। ভার্সাই সন্ধির এই ভৌগোলিক পুনর্বন্টন আন্তর্জাতিক নীতিসম্মত ছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের বিদ্যমান।ই এইচ কার এক্ষেত্রে এই চুক্তিকে আরোপিত চুক্তি বলেছেন এজন্যেই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ভার্সাই-সভার পর অবশ্য বলেছিলেন যে, ভার্সাইয়ে নেওয়া ব্যবস্থায় কোনভাবেই জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়নি। কিন্তু জার্মান ব্যাংকার শ্যাচ্চ (Schacht) মনে করতেন, ভাসাই জার্মানির অপুরণীয় অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছিল এবং এটাকে অন্যায় অবিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

টেলর অবশ্য এই ধরনের যুক্তি মানতে রাজি নন। তাঁর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ভৌগোলিক অধিকার সংক্রান্ত ক্ষতি অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এতদসত্বেও জার্মানি দ্রুত সেই ধাক্কা সামলে নিতে পেরেছিল। সুতরাং ভার্সাই জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল, একথা ঠিক নয়। টেলর বলেন, যুদ্ধটাই জার্মানির দুর্দশার কারণ, ভার্সাই নয়। সিমান, পক্ষান্তরে টেলরের বক্তব্যকেই আরও জোরালো করেছেন। তাঁর মতে, আলসাস ও লোরেনের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ফরাসি। সুতরাং ঐ দুটো ফ্রান্সের পাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া বা ডেনমার্ককে দেওয়া ভৌগোলিক অধিকারের সঙ্গে জার্মানির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল না, বলেই তিনি মনে করেন। এছাড়াও তিনি মনে করেন রাইন ভূখণ্ডে বেসামরিকীকরণ শান্তির জন্য একান্ত দরকারিও ছিল, আর সার অঞ্চলের কয়লাখনির উপস্বত্ব ফ্রান্সের হাতে তুলে দেওয়া ছিল ঐ রাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চোদ্দদফা নীতিকে যে ভার্সাই অগ্রাহ্য করেছিল,এটা আস্বীকার করা যাবে না।সেদিক থেকে এটা কার এর মত অনুসারে আরোপিত ছিল অবশ্যই। উইলসন বলেছিলেন, শান্তিচুক্তিকে

পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষ একটি মুক্ত ব্যবস্থা হিসেবেই দেখতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে জার্মানদের কথা শোনা হয় নি।

তবে উপনিবেশের ব্যাপারে উইলসন পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্তের আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ভার্সাই-এর কাজ হয়ে উঠেছিল জার্মানির হাত থেকে উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে তা মিত্ররাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া ও এককভাবে জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দেখানো এবং তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা। এগুলিকে কোনভাবেই উইলসনীয় নীতির পক্ষের বিষয় বলা যায় না। কেন পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ায় লক্ষ লক্ষ জার্মানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করা হয়নি, তাঁর উত্তর মিত্রপক্ষের কাছেও ছিল না। | এটা অবশ্য বলা চলে যে , প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি মিত্রপক্ষকে বাধ্য করেছিল জার্মানির বিরুদ্ধে এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে,যা উইলসনের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও বাস্তবসম্মত বলে মনে তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে , যুগপৎ যুদ্ধের ভয়াবহ

স্মৃতি আর বিজয়ের আনন্দে মিত্রপক্ষ এই সত্যটি ভুলে গিয়েছিল যে, জার্মানির মত শক্তিধর অথচ পরাজিত শক্তিকে অপমানের বন্ধনে এনে স্থায়ী শান্তির প্রয়াস সম্ভব নয়। সম্ভবত উইলসন এটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বারবার আলোচনা ও পারস্পরিক সহানুভূতির ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং চাপিয়ে দেওয়া শর্ত তিনি কাম্য বলে মনে করেন নাই। কিন্তু উইলসনের এই কূটনৈতিক ভাবনা অবশ্য অন্যদের মধ্যে দেখা যায়নি। ভার্সাই সন্ধি তাই একটি Dictated Peace-এ পরিণত হয়েছিল ।

SUGGESTED BOOKS

E.H. CARR, International Relations between the Two World Wars, 1919-1939, Macmillan, 1973.

আলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব(১৮৭০-২০০৬),প্রগেসিভ পাবলিশার্স , কলকাতা, ২০০৭।

এ জে পি টেলর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা, (**The Origins of the Second World War**

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, অনুবাদক আরশাদ আজিজ), প্রতীক, ঢাকা, ২০১২।